বিশেষ ক্রোড়পত্র

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯
৮ সেপ্টেম্বর

সবার জন্য শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

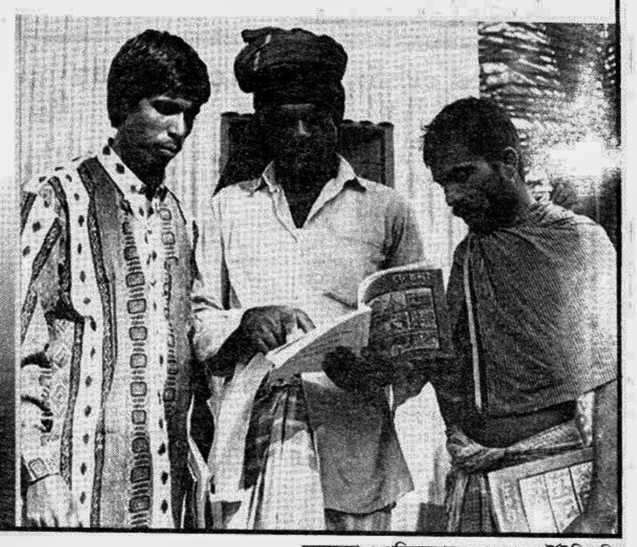

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়ঃ ডন এ্যাডভার্টাইজিং লিঃ

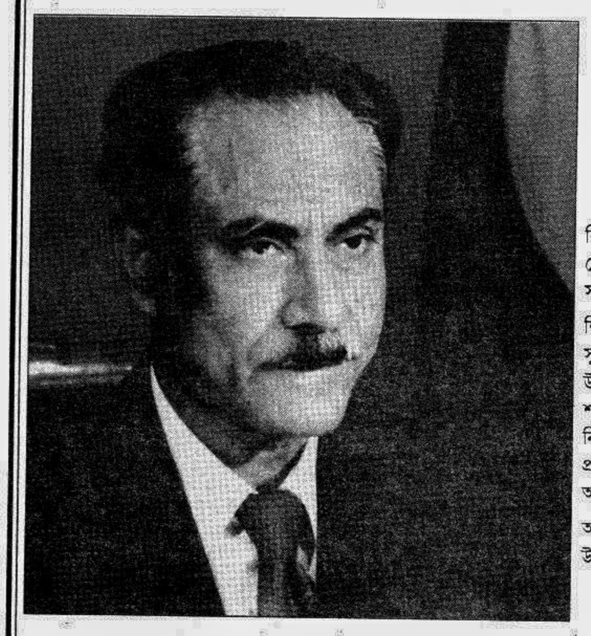

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই দিবস উদযাপন কাঙ্খিত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। দেশের অনগ্রসর ও সুযোগ-বঞ্চিত মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। দু'হাজার সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীত এবং দু'হাজার ছয় সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতামুক্ত করার ক্ষল্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়নের পথে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ ও জাতীয় পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৯ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের সর্বস্তরে উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সরকারও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দেশে ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করা ও ২০০৬ সালের মধ্যে জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সাক্ষরতার প্রাক্কলিত হার ৫৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এ পুরস্কার শিক্ষার আলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে দেশের জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ উদ্দেশ্য সাধনে দেশবাসীকে দলমত নির্বিশেষে একাত্ম হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাই। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আমরা নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (০৮ সেপ্টেম্বর) ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অব্যাহত শিক্ষা

আজকের বিশ্বে সকল উন্নয়ন প্রয়াসের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানুষ। মানব কল্যাণই হচ্ছে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল্য লক্ষ্য। ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি এখন সারা বিশ্বে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। কিছু বিষয়কে এখন মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হিসেবে দেখা হয়েছে যার মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতা উন্নয়ন অন্যতম। উচ্চ সাক্ষরতা হার একটি দেশের বা একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত কিনা- এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও সাক্ষরতার অপরিহার্যতা নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। বস্তুত মানব সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা হয়েছে যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন প্রায় সমার্থক অভিধায় পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন থেকে শুরু করে কর্মসূচী বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সারা দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচীর বিস্তার নিশ্চিত করেছে।

১৯৯১ সালে শতকরা মাত্র ৩৫ শতাংশ বয়স্ক সাক্ষরতা নিয়ে এদেশে সংগঠিত আকারে সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ যাবত সরকারের অঙ্গীকার ও সার্বিক সমর্থন এবং অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার অব্যাহত সহযোগিতা ও উদ্যোগের ফলে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতিতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরীপের ফলাফল মোতাবেক দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৫১ ভাগ। ১৯৯৯ সালেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের নেতৃত্বে অনুরূপ আরেকটি জরীপ সম্পন্ন হয়েছে যার ফলাফল এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে প্রাথমিক ফলাফল মোতাবেক ধারণা করা হচ্ছে ১৯৯৮ সালের শেষার্ধে দেশের বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৬ ভাগে পৌঁছেছে।

উপনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এখন সাক্ষরতার বিস্তারের পাশাপাশি অর্জিত সাক্ষরতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। বলা বাহুল্য, সাক্ষরতার স্থায়িত্বের সাথে অব্যাহত শিক্ষার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অব্যাহত শিক্ষা অভিধাটি জীবনব্যাপী শিক্ষা হিসেবেও পরিচিত। অব্যাহত শিক্ষার লক্ষ্যদল সকল মানুষ হলেও বাংলাদেশের বিরাজমান সাক্ষরতা পরিস্থিতিতে তা নব্য সাক্ষর ও গ্রামীণ স্বল্প সাক্ষরদের জন্য প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অব্যাহত শিক্ষা একটি বিস্তৃত বিষয় যার শুরু আছে শেষ নেই। তবু বিশেষজ্ঞরা একে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন; যেমন ঃ সাক্ষরতা উত্তর কার্যক্রম, আয় সৃজনী কার্যক্রম, ভবিষ্যতমুখী কার্যক্রম, জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি। অব্যাহত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সাক্ষর সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন। দেখা যাচ্ছে অব্যাহত শিক্ষা মূলতঃ একটি সমন্বিত কর্মকান্ড যার মধ্যে অর্জিত সাক্ষরতার চর্চা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত। সাক্ষরতা সেবার সাথে সাথে অব্যাহত শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে একজন ব্যক্তি তার নিজের, সমাজের এবং জাতির উন্নয়নে অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

অধিদপ্তরের বর্তমান কর্মকান্ড

অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর শেষে বিভিন্ন মেয়াদের সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীর বিধান আছে যাতে নব্যসাক্ষরগণ একদিকে অর্জিত সাক্ষরতার চর্চা নিশ্চিত করতে পারেন অন্যদিকে সাক্ষরতাকে তার নিজ প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

এর বাইরে দেশের ৬৪টি জেলায় গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র নামে ৯৩৫টি গ্রামীণ পাঠাগার তথা অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব কেন্দ্রে সাক্ষরতা চর্চার সুযোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও পরিচালিত হচ্ছে। কয়েক ধরনের আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া সামগ্রী থাকার কারণে এসব কেন্দ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিনোদন চাহিদারও খানিকটা পূরণ করছে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর ভূমিকা ও লক্ষ্যদলের উপর তার প্রভাব প্রশংসিত হলেও প্রতিনিয়ত বর্ধনশীল সাক্ষরতা চাহিদার তুলনায় তা অপর্যাপ্ত। এছাড়া অর্জিত সাক্ষরতার সাথে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অর্থবহ সম্পৃক্তি ঘটাতে হলে বর্তমান ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, বিস্তৃত ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিভিন্ন বিশ্লেষণে দেখা গেছে সাক্ষরতা বিস্তারের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা গেলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জিত হতে পারে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আগামী ২০০১/২০০২ সাল নাগাদ বর্তমান বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৮৪ শতাংশে পৌঁছুবে। ইপ্সিত সাক্ষরতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এখন সরকারের সামনে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। মূলতঃ এর উপরও নির্ভর করছে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

আগামী শতকের গোড়ার দিকে অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। যেমনঃ

১. ২০০১/২০০২ সালে সাক্ষরতার হার হবে ৮৪ শতাংশ।

২. ২০০০ সালের শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার হবে ৯৫ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার দাড়াবে ৩০ শতাংশে।

৩. আগামী শতকের বিশ্ব হবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার

৪. একুশ শতকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় আগামী শতকে মৌলিক সাক্ষরতার চেয়ে অব্যাহত শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। এ স্বল্প বলা বাহুল্য সরকার তা উপলব্ধি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ২০০০ সালের শেষার্ধে দেশব্যাপী চালুর লক্ষ্যে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার একটি প্রকল্প উন্নয়নের জন্য পরিসরে মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা হয়তো থেকে যাবে, তবে তখন অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকান্ড হবে কার্যকর অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতা স্থাপন, বাজারের চাহিদা মোতাবেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নব্যসাক্ষরদের বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে নির্মাণাধীন জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একাডেমী সাক্ষরতা কুশলীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি এ সংস্থা নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করবে যেন লব্ধ ফলাফল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ণে ব্যবহার করা যায়। এজন্য প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

গ) নেটওয়ার্ক সৃষ্টি

এদেশের সাক্ষরতা কর্মকান্ডের সাথে বিভিন্ন সংস্থা জড়িত। অনেক সংস্থা আবার সাক্ষরতা কর্মকান্ডের কার্যকর সম্পৃক্তি ছাড়া অব্যাহত শিক্ষার অংশ হিসেবে নানান ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বোধগম্য কারণে নব্য সাক্ষররা অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারছেন না। সাক্ষরতা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসহ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা সমূহর মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করতে হবে যাতে নব্য সাক্ষর ও স্বল্প সাক্ষরদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যায়।

ঘ) সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ

মানব সম্পদ উন্নয়নে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ড পরিচালনার বিকল্প নাই। এখন পর্যন্ত সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ডের লক্ষ্যদল হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজ। আগামী শতকে এ জাতীয় কর্মকান্ডের লক্ষ্যদল হবে সকল মানুষ। শ্রম ক্রয়কারী ভূস্বামীদের উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টিও মনে রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত যে সব উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যে অন্যটির চেয়ে আলাদা। তদুপরি এসব কর্মকান্ড লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল বা আদৌ সফল কিনা তা কখনও যাচাই করা হয়নি। আগামী শতকের সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তা ও প্রত্যাশিত ফলাফল বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, একটি বহুমাত্রিক ও সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্মিলিত সহযোগিতায় তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের অবকাঠামোগত সংস্কার, আর্থিক নীতিমলা সংশোধন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপন ও সন্তোষজনক বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন আশানুরূপ হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মাত্রা বেড়েছে। দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এখন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিদদের কাছে রীতিমত একটি চ্যালেঞ্জ। উন্নয়ন কর্মকান্ডে এদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্র বিমোচনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমাদের আসলে একটি উৎপাদনমুখী অব্যাহত শিক্ষার মডেল উন্নয়ন খুব জরুরী যার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও দলীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জনগণের ক্ষমতায়ন ও মানব সম্পদের উন্নয়ন তখনই নিশ্চিত হবে যখন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সাক্ষরতার সম্পৃক্তি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সম্বলিত একটি অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

বাণী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য দিবসটির তাৎপর্য অনেক বেশী। শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বোধ জাগ্রত করার মধ্যেই দিবসটির তাৎপর্য নিহিত।

শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের রক্ষাকবচ। উন্নয়ন কার্যক্রম সফল করার মৌলিক সহায়ক শক্তি সাক্ষর জন সম্পদ। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে তা কখনই সাফল্য লাভ করতে পারেনা। এই সত্য উপলব্ধি থেকেই সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর পরিবারের শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচীর সফলতা বাংলাদেশের জন্য দুর্লভ ইউনেস্কো পুরস্কার লাভের গৌরব বয়ে এনেছে।

এবারের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অব্যাহত শিক্ষা। মানব সম্পদ উন্নয়নে অব্যাহত শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। অব্যাহত শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত সাক্ষরতা চর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডঃ সা'দত হুসাইন
সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বাণী

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা প্রসারের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার সেই কাঙ্খিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা প্রদান করেছেন।

এ লক্ষ্যে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে আগামী শতাব্দীর সভ্যতার উপযোগী জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচী গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৮ তে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কর্মসূচী অনুযায়ী ২০০৬ সালের পূর্বেই সারা দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে।

ইতোমধ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্য সরকার ও জনমনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এ কর্মসূচীর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এশিয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এ পুরস্কার প্রাপ্তি বর্হিবিশ্বে দেশ ও জাতির পরিচিতিকে বৃদ্ধি করেছে এবং বয়ে এনেছে বিরল সম্মান।

নব্য সাক্ষরদের অর্জিত শিক্ষার স্থায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি সাম্প্রতিকালে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অব্যাহত শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে নব্য সাক্ষরগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা চর্চার পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী অর্জিত দক্ষতার সাথে সংগতি রেখে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে সহজ জীবন যাপনে সক্ষম হতে পারবে।

সবার আন্তরিক সহযোগিতা পেলে আমরা একটা কুসংস্কারমুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী জনগোষ্ঠী নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দেশব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ১৯৯৯ উদযাপন জনগনের মনে প্রভাব ফেলবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি। আমি এ দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ এস এইচ কে সাদেক
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

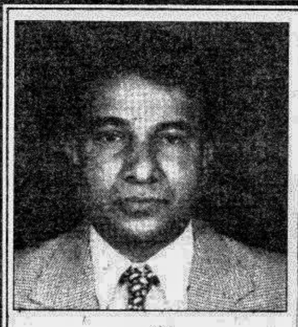

বাণী

বর্তমান উন্নয়ন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানুষ। তাই আজ মানব সম্পদের উন্নয়ন দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা এখন সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বের সকল দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও ইতোমধ্যে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্রুত ও কার্যকর বিস্তারের মাধ্যমে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিবিড় সাক্ষরতা সম্প্রসারণ এবং যুগপৎ সাক্ষরতার স্থায়িত্ব ও ব্যক্তিজীবনে ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক। অর্জিত সাক্ষরতার সঙ্গে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কার্যকর সম্পৃক্তি ঘটিয়ে ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করাই আমাদের এখনকার চ্যালেঞ্জ। আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সে লক্ষ্যেই ধাবিত এজন্য দেশের সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের সহযাগিতা ও অংশগ্রহণ আবশ্যক।

বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ উদযাপন বর্তমানে চলমান সাক্ষরতা অভিযান সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় আগামী ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৬২ ভাগ বয়স্ক সাক্ষরতা ও ২০০৬ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সফল নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খন্দকার শহিদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

বাণী

জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যে একটি অপরিহার্য উপাদান এ সত্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত আশার বিষয় এই যে বর্তমান সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ব্যাপক গণজাগরন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ আজ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ সরকারীকরণ করে নবগঠিত জাতির শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

এ উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বেসরকারী সংস্থা এবং সরকারের প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে দেশের জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম চলছে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতায় সরকার যথাসময়ে অঙ্গীকার পূরণে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সাক্ষরতার প্রাক্কলিত হার ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সফলতার কারণেই এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছে। এ পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের এই বিশ্বাসকে আরো অগ্রসরমান করেছে।

বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ উদযাপন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সাক্ষরতা সম্পর্কে গণসচেতনতা ও আত্মোপলব্ধির বিকাশ ঘটাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সতীশ চন্দ্র রায়
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আগামী শতকের অব্যাহত শিক্ষা পরিকল্পনা

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন একটি কঠিন দায়িত্ব। সরকার বা অন্য কোন একক সংস্থার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্য সরকারী বেসরকারী সংস্থাস